ভোরের কাগজ

MAR. 1 3 2002

তারিখ ...
পৃষ্ঠা 2 কলাম 4

মাদ্রাসার পাঠ্যক্রম আধুনিক ও ইতিহাসমুখী করা হচ্ছে

শামীমা বিনতে রহমান : দীর্ঘ ১৮ বছর পর দেশের ইতিহাস বিমুখ ও অনাধুনিক মাদ্রাসা শিক্ষার পাঠ্যক্রম পরিবর্তনের উদ্যোগ নিয়েছে সরকার। একই সঙ্গে মাদ্রাসার পাঠ্যপুস্তক ছাপানোর দায়িত্বও মাদ্রাসা বোর্ড থেকে সরিয়ে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডকে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। আগামী জুন মাস থেকে এ উদ্যোগ বাস্তবায়ন শুরু হবে বলে জানা গেছে।

সংশ্লিষ্ট দায়িত্বশীল সূত্র জানায়, চলতি বছরের জানুয়ারি মাসের প্রথম সপ্তাহে মাদ্রাসা শিক্ষার পাঠ্যক্রম পরিবর্তনের লক্ষ্যে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের নেতৃত্বে ১১ সদস্যের যে কমিটি গঠন করা হয়, সেই কমিটি গতকাল মঙ্গলবার দায়িত্বপ্রাপ্ত শিক্ষা উপমন্ত্রী আবদুস সালাম পিন্টুর কাছে প্রতিবেদন প্রদান করে। প্রতিবেদনের সুপারিশমালায় মাদ্রাসার দাখিল শ্রেণীর ৬০টি এবং প্রাথমিক শ্রেণীর ৩৩টি বইয়ের মধ্যে কুরআন, সুন্নাহ, ফিকা এই ৩টি বিষয় ছাড়া আর সবগুলো বিষয়ের পাঠ্যক্রমকে বিজ্ঞানমুখী ও যুগোপযোগী করার সুপারিশ করা হয়েছে।

এ বিষয়ে শিক্ষা উপমন্ত্রী আবদুস সালাম পিন্টুর সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে উপমন্ত্রী মন্ত্রণালয়ে প্রতিবেদন পেশ করার বিষয় উল্লেখ করে ভোরের কাগজকে বলেন, মাদ্রাসায় বিজ্ঞানমুখী সময়োপযোগী শিক্ষার চাইতে ধর্মীয় শিক্ষা বেশি। সে কারণে পাঠ্যপুস্তকে ধর্মীয় শিক্ষাকে কমিয়ে সময়োপযোগী বিষয়বস্তু অন্তর্ভুক্তির সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। উপমন্ত্রী বলেন, পাঠ্যক্রমের এই পরিবর্তন আগামী শিক্ষাবর্ষ থেকেই চালু করা হবে এবং এ লক্ষ্যে জুন মাস থেকেই পাঠ্যক্রম প্রণয়ন ও ছাপানোর কাজ শুরু হবে।

মাদ্রাসা শিক্ষাবোর্ডের প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে চলতি শিক্ষাবর্ষ পর্যন্ত পাঠ্যপুস্তক ছাপানোর দায়িত্ব ছিল মাদ্রাসা শিক্ষাবোর্ডের। এখন এই দায়িত্ব সরিয়ে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডে স্থানান্তরের বিষয়ে পাঠ্যপুস্তক বোর্ড সদস্য অধ্যাপক কবির আহমেদ মজুমদার বলেন, এ বিষয়ে গত সপ্তাহে শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে একটি চিঠি দেওয়া হয়েছে আমাদের। আগামী সপ্তাহে শিক্ষামন্ত্রীর নেতৃত্বে অনুষ্ঠিতব্য বৈঠকে পরিষ্কার হবে পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কোন প্রক্রিয়ায় মাদ্রাসার পাঠ্যপুস্তক ছাপাবে।

খোঁজখবর নিয়ে জানা গেছে, স্বাধীনতার পর ১৯৮৪ সালে মাদ্রাসা পাঠ্যপুস্তকে প্রথমবারের মতো পরিবর্তন আনা হয়; কিন্তু সেই পরিবর্তনে দেশের ইতিহাস সম্পর্কে কোনো কিছুই অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। ১৯৭১-এর স্বাধীনতা সংগ্রাম, বা ভাষা আন্দোলন কোনো কিছুই পাঠ্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত হয়নি। ১৯৮৪ সালের পর দেশে ৩ বার সরকার পরিবর্তিত হলেও পাঠ্যপুস্তকে এখনো রাষ্ট্রপ্রধানের নাম এইচ এম এরশাদ। দেশের ইতিহাস ১৯৪৭ সালের ভারত-পাকিস্তান বিভাজন পর্যন্তই সীমাবদ্ধ।

কমিটি সূত্রে জানা যায়, পাঠ্যক্রম পরিবর্তনের ক্ষেত্রে কমিটি দেশের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসকে অন্তর্ভুক্ত করেছে। মাধ্যমিক শ্রেণীতে সাধারণ বিজ্ঞানের বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। দেশের সাম্প্রতিক ঘটনাবলীও অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে বলে সূত্র জানায়।

মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের দায়িত্বশীল একটি সূত্র জানায়, প্রতিবছর মাদ্রাসা বোর্ডের একশ্রেণীর কর্মকর্তা এবং নির্দিষ্ট কিছু প্রকাশকের যোগসাজশের কারণে কখনই পাঠ্যপুস্তকের মান উন্নত হয় না। সূত্র জানায়, বোর্ড প্রদত্ত দরপত্রের শর্ত ভঙ্গ করে প্রকাশকরা নিম্নমানের কাগজ, বাঁধাইয়ের মাধ্যমে বই প্রকাশ করে আসছিল। দীর্ঘদিন ধরে এই প্রক্রিয়া চলছিল এবং অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে কখনোই ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি।